জাতীয় সংসদ নির্বাচন অগ্রাধিকার
অতীব জরুরি

বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন
নির্বাচন কমিশন সচিবালয়

নং-১৭.০০.০০০০.০৩৪.৩৬.০১৯.২৩-৭২৬

তারিখঃ ০১ অগ্রহায়ণ ১৪৩০ / ১৬ নভেম্বর ২০২৩

পরিপত্র-৩

বিষয় : দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে নির্বাচনি এলাকা, ভোটকেন্দ্র স্থাপন ও ব্যবস্থাপনা, ভোটগ্রহণকারী কর্মকর্তাদের প্যানেল প্রস্তুত, পোস্টাল ব্যালটে ভোটদান, নির্বাচনি কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জেলার বাইরে বদলীর আদেশ স্থগিত সম্পর্কিত পরিপত্র জারী ইত্যাদি

উপর্যুক্ত বিষয়ে আদিষ্ট হয়ে জানানো যাচ্ছে, জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সময়সূচি জারী হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে নির্বাচন পরিচালনা সংক্রান্ত কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম জরুরি ভিত্তিতে সম্পন্ন করতে হবে। পরিকল্পনা মাফিক কার্যক্রম গ্রহণের জন্য এ পরিপত্রে উল্লিখিত কাজগুলো প্রাধিকার ভিত্তিতে সম্পন্ন করতে হবে।

২। **নির্বাচনি এলাকা:** নির্বাচন কমিশন জাতীয় সংসদের ৩০০টি নির্বাচনি এলাকা পুনঃনির্ধারণ করে এ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন বাংলাদেশ গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় ০১ জুন ২০২৩ তারিখে প্রকাশ করা হয়েছে। গেজেটে উল্লিখিত নির্বাচনি এলাকার ভিত্তিতে ভোটকেন্দ্র নির্মাণ, ভোটার তালিকা উপযোগীকরণ ও অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে **(সংলগ্নী-১)**।

৩। **ভোটকেন্দ্র স্থাপন:** গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর ৮ অনুচ্ছেদের বিধান অনুসারে জাতীয় সংসদ নির্বাচনের জন্য নির্বাচন কমিশন কর্তৃক ধার্যকৃত সময়সূচি অনুসারে ভোটকেন্দ্রের স্থান নির্ধারণ করা এবং ভোটকেন্দ্রের চূড়ান্ত তালিকা সরকারি গেজেটে প্রকাশ করার দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের উপর অর্পিত। রিটার্নিং অফিসার নির্বাচন কমিশন কর্তৃক চূড়ান্ত তালিকা অনুযায়ী তার নির্বাচনি এলাকার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক ভোটকেন্দ্রের ব্যবস্থা করবেন।

৪। **ভোটকেন্দ্রের তালিকা চূড়ান্তকরণ:** জাতীয় সংসদ নির্বাচনের লক্ষ্যে নির্বাচন কমিশন সচিবালয় হতে ০৫ জুন ২০২৩ তারিখে জারীকৃত নং-১৭.০০.০০০০.০২৫.৪৪.০০৮.২২-৬২৯ স্মারকমূলে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ভোটকেন্দ্র স্থাপন এবং ব্যবস্থাপনা নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে। উক্ত সংরক্ষিত ভোটকেন্দ্রের তালিকা নির্বাচন কমিশন প্রয়োজনীয় সংশোধন ও পরিবর্তন করে ভোটগ্রহণের অন্যূন ২৫ দিন পূর্বে চূড়ান্ত করতঃ সরকারি গেজেটে প্রকাশ করবেন। নির্বাচন কমিশন ভোটকেন্দ্র স্থাপনের নীতিমালা প্রণয়ন করে প্রাথমিক তালিকা প্রেরণের জন্য নির্বাচন কমিশন সচিবালয় হতে জারীকৃত স্মারক নং-১৭.০০.০০০০.০২৫.৪৪.০০৮.২২-৭৩২, তারিখ ৩০ জুলাই ২০২৩ এর মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট রিটার্নিং অফিসারকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে **(সংলগ্নী-২)**। উক্ত নীতিমালা অনুসারে জাতীয় সংসদের ৩০০ নির্বাচনী এলাকায় ভোটকেন্দ্রের প্রাথমিক তালিকা ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৩ তারিখে প্রণয়ন করা হয়েছে। গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর ৮ অনুচ্ছেদের (৩) দফার বিধান অনুসারে রিটার্নিং অফিসারগণ ভোটকেন্দ্রে ভোটগ্রহণের ব্যবস্থা করবেন। গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর ৮ অনুচ্ছেদের (২) দফার বিধান অনুসারে রিটার্নিং অফিসারগণ তাদের আওতাধীন নির্বাচনি এলাকাসমূহের ভোটকেন্দ্রের তালিকা হতে ১২ ডিসেম্বর ২০২৩ তারিখের মধ্যে ইতোপূর্বে প্রদত্ত ছকে প্রেরণ করবেন। ভোটকেন্দ্রের তালিকা প্রণয়নের সময় ইতোপূর্বের নির্দেশনার আলোকে বিভিন্ন তথ্যের সারসংক্ষেপও প্রেরণ করবেন। সংশ্লিষ্ট জেলা নির্বাচন অফিসারগণ এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় সহায়তা করবেন।

৫। **চূড়ান্ত ভোটকেন্দ্রের কোন কেন্দ্র কোন প্রার্থীর নিয়ন্ত্রণে বা বাড়ি সংলগ্ন কিনা তা অবহিতকরণ:** ভোটকেন্দ্রের তালিকা চূড়ান্ত হলেও এমনকি গেজেটে প্রকাশ করা হলেও আদেশের ৮(৫) অনুচ্ছেদ অনুসারে চূড়ান্ত তালিকায় উল্লিখিত কোন ভোটকেন্দ্র কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর অধীনে বা নিয়ন্ত্রণে স্থাপিত হলে তা জরুরি ভিত্তিতে কমিশনকে জানাতে হবে। প্রার্থিতা প্রত্যাহারের পর প্রতিটি নির্বাচনি এলাকার সকল ভোটকেন্দ্র সরেজমিনে যাচাই করে এ বিষয়ে নির্বাচন কমিশনে প্রেরণ করতে হবে।

৬। **ভোটগ্রহণকারী কর্মকর্তাদের প্যানেল প্রস্তুত:** গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর অনুচ্ছেদ ৯ অনুসারে জাতীয় সংসদ নির্বাচনের জন্য প্রিজাইডিং অফিসার, সহকার প্রিজাইডিং অফিসার ও পোলিং অফিসার নিয়োগের উদ্দেশ্যে রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক একটি প্যানেল প্রস্তুতের বিধান রয়েছে। দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন পরিচালনা ম্যানুয়েলের চতুর্থ অধ্যায়ে বর্ণিত নির্দেশনা অনুসারে ভোটগ্রহণ কর্মকর্তার প্যানেল প্রস্তুত, নিয়োগ করতে হবে। নির্বাচনের সময়সূচি জারির ০৭ (সাত) দিনের মধ্যে এতদসংগে **সংযুক্ত ছক (সংলগ্নী-৩)** এর মাধ্যমে ভোটগ্রহণ কর্মকর্তাদের প্যানেল সংক্রান্ত তথ্য নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ে প্রেরণ করতে হবে।

৭। **পোস্টাল ব্যালটে ভোটদান**: গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর ২৭ অনুচ্ছেদে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নিম্নরূপ ব্যক্তিবর্গের পোস্টাল ব্যালট- এর মাধ্যমে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগের বিধান রয়েছে:

(ক) ভোটার তালিকা আইন, ২০০৯ এর ধারা ৮ এর উপ-ধারা (৩) এবং (৫) এ বর্ণিত ব্যক্তিবর্গ;

(খ) কোন ব্যক্তি তিনি যে ভোট কেন্দ্রে ভোট দেয়ার অধিকারী সে কেন্দ্র ছাড়া অন্য কোন ভোট কেন্দ্রে নির্বাচন সংক্রান্ত কোন দায়িত্ব পালনের জন্য নিযুক্ত আছেন;

(গ) বাংলাদেশী ভোটার বিদেশে বসবাস করলে।

[গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর অনুচ্ছেদ ২৭ এবং ভোটার তালিকা আইন, ২০০৯ এর ধারা ৮ এর সংশ্লিষ্ট অংশের কপি **সংলগ্নী-৪**] তাছাড়া নির্বাচন পরিচালনা বিধিমালা, ২০০৮ এর বিধি ১১-১৫ দ্রষ্টব্য (সংলগ্নী-৫)

৮। **পোস্টাল ব্যালটে ভোটদানের জন্য আবেদন**: ভোটদানের জন্য **(ক)** দফায় উল্লিখিত ব্যক্তিবর্গ কমিশন কর্তৃক নির্বাচনি সময়সূচির প্রজ্ঞাপন ঘোষণার দিন হতে ১৫ **(পনের)** দিনের মধ্যে পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে ভোটদানের জন্য রিটার্নিং অফিসারের নিকট বিধি অনুসারে আবেদন করতে পারবেন এবং নির্বাচনের কাজে নিযুক্ত ব্যক্তিগণকেও নির্বাচনি কাজে নিয়োগপ্রাপ্ত হওয়ার সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট রিটার্নিং অফিসারের নিকট আবেদন করতে হবে।

৯। **পোস্টাল ব্যালট ভোট প্রদানের বিষয়ে অবহিতকরণ:** গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ ভোটার তালিকা আইন, ২০০৯ ও নির্বাচন পরিচালনা বিধিমালা, ২০০৮ এর বিধান অনুযায়ী পোস্টাল ব্যালটে ভোট প্রদান সংক্রান্ত রিটার্নিং অফিসার স্থানীয়ভাবে প্রচার করবেন। বিদেশে অবস্থিত দূতাবাস, হাইকমিশন ও মিশনসমূহ হতে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের লক্ষ্যে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় পদ্ধতিগতভাবে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

১০। **আবেদনপত্র প্রাপ্তির পর করণীয়**: রিটার্নিং অফিসার উল্লিখিত আবেদন প্রাপ্তির পর পরই সংশ্লিষ্ট ভোটারের নিকট একটি পোস্টাল ব্যালট পেপার এবং তদসংগে একটি খাম প্রেরণ করবেন। উক্ত খামের উপর ভোটার কর্তৃক যথারীতি পূরণকৃত খামটি ডাক বিভাগের উপযুক্ত কর্মকর্তার দ্বারা সার্টিফিকেট অব পোস্টিং এর মাধ্যমে ডাকযোগে প্রেরণের প্রত্যয়নসহ তারিখ উল্লেখ থাকবে। সার্টিফিকেট অব পোস্টিং এর মাধ্যমে পোস্টাল ব্যালট পেপার গ্রহণ এবং চিঠির উপর এ সম্পর্কে রাবার স্ট্যাম্পের সিল ব্যবহার করতে হবে। রিটার্নিং অফিসার সাথে সাথে ডাকযোগে ভোট দানের যোগ্য ব্যক্তিগণের নিকট পোস্টাল ব্যালট পেপার প্রেরণ করবেন এবং নিম্নোক্ত কার্যাদি সম্পন্ন করবেনঃ

(ক) যার নিকট ব্যালট পেপার প্রেরণ করা হবে তার নাম, সংশ্লিষ্ট নির্বাচনি এলাকার নাম এবং ভোটার তালিকায় বর্ণিত ক্রমিক নম্বর ইস্যুকৃত ব্যালট পেপারের মুড়িপত্রে লিপিবদ্ধ করবেন।

(খ) উল্লিখিত ভোটার সংশ্লিষ্ট ভোটকেন্দ্রে যাতে ভোট প্রদান করতে পারেন তা নিশ্চিত করবেন।

(গ) ডাকযোগে ব্যালট পেপার প্রেরণ ও প্রাপ্তির নিশ্চয়তা বিধানের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও কর্তৃপক্ষকে বিশেষ নির্দেশনা প্রদান করতে হবে।

১১। **নির্বাচনি কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জেলার বাহিরে বদলির আদেশ স্থগিতকরণ**: গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর ৪৪ঙ অনুচ্ছেদের বিধান অনুসারে নির্বাচনি তফসিল ঘোষণার পর হতে নির্বাচনি ফলাফল ঘোষণার পরবর্তী ১৫ দিনের মধ্যে নির্বাচন কমিশনের পূর্বানুমতি ব্যতিরেকে নিম্নোক্ত কর্মকর্তাবৃন্দকে স্ব স্ব কর্মস্থল হতে বদলী না করার বিধান রয়েছেঃ

(ক) বিভাগীয় কমিশনার;

(খ) মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনার;

(গ) ডেপুটি কমিশনার;

(ঘ) সুপারিনটেন্ডেন্ট অব পুলিশ; বা

(ঙ) সংশ্লিষ্ট [বিভাগ, জেলা বা মেট্রোপলিটন এলাকায়] কর্মরত তাঁদের অধস্তন কর্মকর্তাকে কমিশনের সাথে পূর্বালোচনা ব্যতীত, বদলি করা যাবে না।

১২। **নির্বাচনে দায়িত্বঃ** গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১২৬ অনুচ্ছেদ এবং গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর ৫ অনুচ্ছেদের (২) দফা অনুযায়ী নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব পালনে সহায়তা করা সকল নির্বাহী কর্তৃপক্ষের আবশ্যকীয় কর্তব্য। নির্বাচনি সময়সূচি জারীর পর নির্বাচন কর্মকর্তা (বিশেষ বিধান) আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সনের ১৩নং আইন) এর ৪(৩) ধারা অনুসারে নির্বাচনি দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মকর্তা/কর্মচারী স্বীয় চাকুরীর অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে নির্বাচন কমিশনের অধীনে প্রেষণে নিয়োজিত আছেন বলে বিবেচিত হবেন। উক্ত আইনের ৪(২) ধারা অনুযায়ী কোন ব্যক্তি নির্বাচন কর্মকর্তা নিযুক্ত হলে তার নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ তাকে নির্বাচন কর্মকর্তা হিসেবে কোন দায়িত্ব পালনের ব্যাপারে বাধা দিতে পারবেন না বা বিরত রাখতে পারবেন না। এমতাবস্থায়, জাতীয় সংসদের সাধারণ নির্বাচনের সময়সূচি জারীর তারিখ বা উক্ত তারিখের পর আদেশের ৪৪ই অনুচ্ছেদে উল্লেখিত কোন কর্মকর্তাকে এবং রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক প্রস্তুতকৃত প্যানেলভুক্ত কোন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে রিটার্নিং অফিসারের পূর্বানুমোদন ব্যতীত নির্বাচন সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত বদলী করা যাবে না।

১৩। পরিপত্রটির প্রাপ্তি স্বীকারের জন্য অনুরোধ করা হলো।

১৫/১১/২০২৩

(**মোঃ আতিয়ার রহমান**)
উপসচিব
নির্বাচন পরিচালনা-২ অধিশাখা
ফোন: ৫৫০০৭৫২৫ (অফিস)

প্রাপক

১। বিভাগীয় কমিশনার, ...(সংশ্লিষ্ট) ও রিটার্নিং অফিসার
২। জেলা প্রশাসক, ...(সকল) ও রিটার্নিং অফিসার

নং-১৭.০০.০০০০.০৩৪.৩৬.০১৯.২৩-৭২৬

তারিখ: ৩০ কার্তিক ১৪৩০ / ১৫ নভেম্বর ২০২৩

অনুলিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হইল (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নহে):

১. মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
২. প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা
৩. সিনিয়র সচিব, ... মন্ত্রণালয়/বিভাগ (সকল)
৪. সিনিয়র সচিব, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় (পোস্টাল ব্যালটে ভোটগ্রহণ বিষয়ক কার্যক্রম গ্রহণের অনুরোধসহ)
৫. প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার, সশস্ত্রবাহিনী বিভাগ, ঢাকা সেনানিবাস, ঢাকা
৬. মহাপুলিশ পরিদর্শক, বাংলাদেশ, পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা
৭. সচিব, আপন বিভাগ/জন বিভাগ, রাষ্ট্রপতির কার্যালয়, বঙ্গভবন, ঢাকা
৮. সচিব, ... মন্ত্রণালয়/বিভাগ (সকল)
৯. মহাপরিচালক, বিজিবি/আনসার ও ভিডিপি/র‍্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব)/কোস্টগার্ড, ঢাকা
১০. মহাপরিচালক (গ্রেড-১), জাতীয় পরিচয় নিবন্ধন অনুবিভাগ, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা
১১. অতিরিক্ত সচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা
১২. বিভাগীয় কমিশনার, ... (সংশ্লিষ্ট)
১৩. উপমহাপুলিশ পরিদর্শক, ... (সকল রেঞ্জ)
১৪. পুলিশ কমিশনার, ... মেট্রোপলিটন পুলিশ (সকল)
১৫. যুগ্মসচিব (সকল), নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা
১৬. মহাপরিচালক, নির্বাচনি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, ঢাকা
১৭. সিস্টেম ম্যানেজার, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা [ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ]

১৮. মহাব্যবস্থাপক, ক্রেডিট ইনফরমেশন ব্যুরো, বাংলাদেশ ব্যাংক, ঢাকা
১৯. আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তা, ... (সকল)
২০. পরিচালক (জনসংযোগ), নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা [এ বিষয়ে একটি সংবাদ বিজ্ঞপ্তি জারি করিবার অনুরোধসহ]
২১. পুলিশ সুপার, ... (সকল)
২২. উপসচিব (সকল), নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা
২৩. .... ও সহকারী রিটার্নিং অফিসার (সংশ্লিষ্ট)
২৪. সিনিয়র জেলা নির্বাচন অফিসার/জেলা নির্বাচন অফিসার, ... (সকল)
২৫. উপজেলা নির্বাহী অফিসার, ... (সকল) ও সহকারী রিটার্নিং অফিসার
২৬. জেলা কমান্ড্যান্ট, আনসার ও ভিডিপি, ... (সকল)
২৭. জেলা তথ্য অফিসার, ... (সকল)
২৮. মাননীয় প্রধান নির্বাচন কমিশনারের একান্ত সচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা (প্রধান নির্বাচন কমিশনার মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)
২৯. মাননীয় নির্বাচন কমিশনার জনাব .... এর একান্ত সচিব নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা (নির্বাচন কমিশনার মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)
৩০. সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)
৩১. সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিব .... (সংশ্লিষ্ট), নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা
৩২. উপজেলা/থানা নির্বাচন অফিসার, ... (সংশ্লিষ্ট) ও সহকারী রিটার্নিং অফিসার
৩৩. উপজেলা/থানা নির্বাচন অফিসার.......................... (সকল)
৩৪. অফিসার-ইন-চার্জ, ... (সকল)
৩৫. নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের সকল কর্মকর্তা।

২৬/০৭/২০২৩

মোহাম্মদ মোরশেদ আলম
সিনিয়র সহকারী সচিব
নির্বাচন ব্যবস্থাপনা ও সমন্বয়-০১ শাখা
ফোন: ০২-৫৫০০৭৬১০
E-mail: sasemc1@gmail.com

সংলগ্নী-২

বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন
নির্বাচন কমিশন সচিবালয়
নির্বাচন ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা

নং-১৭.০০.০০০০.০২৫.৪৪.০০৮.২২-৭৩২ তারিখ: ১৫ শ্রাবণ ১৪৩০ বঙ্গাব্দ / ৩০ জুলাই ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ

বিষয়ঃ **দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের জন্য ভোটকেন্দ্র স্থাপন সংক্রান্ত।**

জাতীয় সংসদ নির্বাচনের লক্ষ্যে **'জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ভোটকেন্দ্র স্থাপন এবং ব্যবস্থাপনা নীতিমালা'** জুন ৮, ২০২৩ তারিখে বাংলাদেশ গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে। গেজেটে প্রকাশিত নীতিমালা অনুসারে জেলা পর্যায়ে জেলা প্রশাসকের নেতৃত্বে এবং উপজেলা পর্যায়ে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের নেতৃত্বে কমিটি গঠনের বিষয়ে উল্লেখ রয়েছে। উক্ত নীতিমালা অনুসারে অধিকাংশ জেলা ও উপজেলায় উক্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে এবং নির্বাচন কমিশন সচিবালয়কে অবহিত করা হয়েছে। যদি কোন জেলা ও উপজেলায় উক্ত কমিটি গঠন করা না হয়ে থাকে তাদেরকে জরুরী ভিত্তিতে কমিটি গঠন করত: নির্বাচন কমিশন সচিবালয়কে অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।

০২। দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অত্যাসন্ন বিধায় উক্ত নির্বাচনের জন্য জরুরী ভিত্তিতে ভোটকেন্দ্র ও ভোটকক্ষ নির্ধারণ করা প্রয়োজন। এতদসংক্রান্ত "ভোটকেন্দ্র স্থাপন নীতিমালা" অনুযায়ী ভোটকেন্দ্র স্থাপনের জন্য নির্বাচন কমিশন নির্দেশনা প্রদান করেছেন। উক্ত ভোটকেন্দ্র স্থাপনের জন্য নির্বাচন কমিশন নিম্নরূপ সময়সূচী নির্ধারন করেছেন:

ক) খসড়া ভোটকেন্দ্রের তালিকা প্রকাশঃ	১৬ আগস্ট, ২০২৩
খ) খসড়া ভোটকেন্দ্রের তালিকার উপর দাবী/আপত্তি গ্রহণের শেষ তারিখঃ	৩১ আগস্ট, ২০২৩
গ) প্রাপ্ত দাবী/আপত্তির নিষ্পত্তির শেষ তারিখঃ	১১ সেপ্টেম্বর, ২০২৩
ঘ) খসড়া ভোটকেন্দ্রের তালিকা চূড়ান্তকরণঃ	১৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৩

০৩। উল্লিখিত সময়সূচী অনুসারে এবং ভোটকেন্দ্র স্থাপনের নীতিমালা অনুসারে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করত: খসড়া ভোটকেন্দ্রের তালিকা চূড়ান্ত পূর্বক ২৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখের মধ্যে সংযুক্ত ছক মোতাবেক তথ্য আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তার মাধ্যমে নির্বাচন সহায়তা-১ শাখায় প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।

সংযুক্তিঃ ভোটকেন্দ্র স্থাপনের নীতিমালা ও তথ্য প্রেরণের ছক।

রৌশন আরা
৩০-০৭-২০২৩
(রৌশন আরা বেগম)
সিনিয়র সহকারী সচিব (নিঃসঃ-১)
ফোন # ০২-৫৫০০৭৫৪৬

প্রাপকঃ **সিনিয়র জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা/ জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা**
.... (সকল)।

নং-১৭.০০.০০০০.০২৫.৪৪.০০৮.২২-৭৩২ তারিখ: ১৫ শ্রাবণ ১৪৩০ বঙ্গাব্দ / ৩০ জুলাই ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ

অনুলিপি সদয় অবগতির জন্য প্রেরণ করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):

০১. অতিরিক্ত সচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা।
০২. মহাপরিচালক, জাতীয় পরিচয় নিবন্ধন অনুবিভাগ, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা।
০৩. যুগ্মসচিব .... (সকল), নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা।
০৪. মহাপরিচালক, নির্বাচন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, ঢাকা।
০৫. সিস্টেম ম্যানেজার, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা।
০৬. জেলা প্রশাসক .... (সকল)।
০৭. আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তা .... (সকল) **[উক্ত কার্যক্রম যাতে সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে গ্রহণ করা হয় তা তদারকি করার জন্য এবং সিনিয়র জেলা/ জেলা নির্বাচন কর্মকর্তাদের নিকট হতে তথ্য সংগ্রহ করত: তা একীভূত করে উল্লিখিত ছকে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রেরণের জন্য অনুরোধসহ]।**
০৮. উপসচিব .... (সকল), নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা।
০৯. উপজেলা নির্বাহী অফিসার .... (সকল)।
১০. মাননীয় প্রধান নির্বাচন কমিশনার মহোদয়ের একান্ত সচিব (মাননীয় প্রধান নির্বাচন কমিশনার মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
১১. মাননীয় নির্বাচন কমিশনার মহোদয়গণের একান্ত সচিব (মাননীয় নির্বাচন কমিশনার মহোদয়গণের সদয় অবগতির জন্য)।
১২. সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
১৩. উপজেলা/থানা নির্বাচন কর্মকর্তা .... (সকল)।

রৌশন আরা
৩০-০৭-২০২৩
(রৌশন আরা বেগম)
সিনিয়র সহকারী সচিব (নিঃসঃ-১)

"ছক"

অঞ্চলের নাম	জেলার নাম	নির্বাচনী এলাকার নম্বর ও নাম	ভোটার সংখ্যা				একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ব্যবহৃত ভোটকেন্দ্রের সংখ্যা	একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ব্যবহৃত ভোটকক্ষের সংখ্যা	খসড়া ভোটকেন্দ্রের তালিকা অনুযায়ী ভোটকেন্দ্রের সংখ্যা	খসড়া ভোটকেন্দ্রের তালিকা অনুযায়ী ভোটকক্ষের সংখ্যা			অস্থায়ী ভোটকেন্দ্রের সংখ্যা (যদি থাকে)	অস্থায়ী ভোটকক্ষের সংখ্যা (যদি থাকে)
			পুরুষ	মহিলা	হিজড়া	মোট				পুরুষ	মহিলা	মোট		

(স্বাক্ষর)
আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তা
.... সংশ্লিষ্ট

G:\Roman\parliament-Vote Centre_2023.doc3

সংলগ্নী-৩

ভোটগ্রহণ কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের জন্য সম্ভাব্য কর্মকর্তা/কর্মচারীর সংখ্যা সংক্রান্ত তথ্য

জেলার নাম:...

*সিটি কর্পোরেশনের নাম...

উপজেলার /থানার নাম	সম্ভাব্য প্রিজাইডিং অফিসার হিসেবে মনোনীত শিক্ষক/কর্মকর্তার সংখ্যা (১০% অতিরিক্ত সংখ্যা)	সম্ভাব্য সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার হিসেবে মনোনীত শিক্ষক/কর্মকর্তা/কর্মচারীর সংখ্যা (১০% অতিরিক্ত সংখ্যা)	সম্ভাব্য পোলিং অফিসার হিসেবে মনোনীত শিক্ষক/কর্মকর্তা/ কর্মচারীর সংখ্যা (১০% অতিরিক্ত সংখ্যা)	শতকরা ১০ ভাগ অতিরিক্তসহ মোট শিক্ষক/কর্মকর্তা/ কর্মচারীর সংখ্যা	মন্তব্য
১	২	৩	৪		৫

*সিটি কর্পোরেশন/মেট্রোপলিটন এলাকার জন্য আলাদাভাবে তালিকা প্রয়োজন।

ভোটগ্রহণ কর্মকর্তার নিয়োগ সংক্রান্ত প্যানেলের তথ্য

জেলার নাম:...

*সিটি কর্পোরেশনের নাম...

নির্বাচনি এলাকার নম্বর ও নাম	ভোটকেন্দ্রের সংখ্যা	ভোটকক্ষের সংখ্যা	প্রিজাইডিং অফিসার নিয়োগের জন্য প্যানেলভুক্ত শিক্ষক/কর্মকর্তার সংখ্যা	সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার নিয়োগের জন্য প্যানেলভুক্ত শিক্ষক/কর্মকর্তা/ কর্মচারীর সংখ্যা	পোলিং অফিসার নিয়োগের জন্য প্যানেলভুক্ত শিক্ষক/কর্মকর্তা/ কর্মচারীর সংখ্যা	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
নির্বাচন কমিশন সচিবালয়

গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২
(১৯৭২ সনের রাষ্ট্রপতির আদেশ নং ১৫৫)

২৭। [১][(১) নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিগণ পোস্টাল ব্যালটে, নির্ধারিত পদ্ধতিতে, ভোট প্রদান করিতে পারিবেন, যথা:-

(ক) ভোটার তালিকা আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৬ নং আইন) এর ধারা ৮ এর উপ-ধারা (৩) ও (৫) এ উল্লিখিত কোনো ব্যক্তি;

(খ) কোনো ব্যক্তি তিনি যে ভোট কেন্দ্রে ভোট প্রদানের অধিকারী সেই কেন্দ্র ব্যতীত, অন্য কোনো ভোট কেন্দ্রে নির্বাচন সংক্রান্ত কোনো দায়িত্ব পালনের জন্য নিযুক্ত আছেন; এবং

(গ) বিদেশে বসবাসরত কোনো বাংলাদেশি ভোটার।]

(২) এইরূপে ভোট প্রদানের অধিকারী কোনো ব্যক্তি পোস্টাল ব্যালটে ভোট প্রদানে ইচ্ছুক হইলে-

(ক) দফা (১) এর উপ-দফা (ক)[২][এবং (গ)] এ উল্লিখিত কোনো ব্যক্তির ক্ষেত্রে, অনুচ্ছেদ ১১ এর অধীন প্রজ্ঞাপন প্রকাশিত হইবার তারিখ হইতে পনেরো দিনের মধ্যে; এবং

(খ) উক্ত দফার উপ-দফা (খ) এ উল্লিখিত কোনো ব্যক্তির ক্ষেত্রে, তাহার নিযুক্তির পর, যথাশীঘ্র সম্ভব, তিনি যে নির্বাচনি এলাকার ভোটার, সেই এলাকার রিটার্নিং অফিসারের নিকট পোস্টাল ব্যালটে ভোট প্রদানের উদ্দেশ্যে একটি ব্যালট পেপারের জন্য আবেদন করিবেন এবং অনুরূপ প্রত্যেক আবেদনে ভোটারের নাম, ঠিকানা এবং ভোটার তালিকায় তাহার ক্রমিক নম্বর সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকিবে।

(৩) রিটার্নিং অফিসার দফা (২) এর অধীন কোনো ভোটারের আবেদন প্রাপ্তির পর, অনতিবিলম্বে উক্ত ভোটারের নিকট ডাকযোগে একটি পোস্টাল ব্যালট পেপার এবং একটি খাম প্রেরণ করিবেন, যে খামের উপর তারিখ প্রদর্শন করত সার্টিফিকেট অব পোস্টিং এর একটি ফরম থাকিবে, যাহা ভোটার কর্তৃক ডাকে প্রদানের সময় ডাকঘরের উপযুক্ত কর্মকর্তা-কর্মচারী কর্তৃক পূরণ করা হইবে।

(৪) কোনো ভোটার পোস্টাল ব্যালটে ভোট প্রদানের জন্য তাহার ব্যালট পেপার প্রাপ্তির পর, নির্ধারিত পদ্ধতিতে, তাহার ভোট রেকর্ড করিবার পর ব্যালট পেপারটি দফা (৩) এর অধীন তাহার নিকট প্রেরিত খামে ন্যূনতম বিলম্বের মধ্যে রিটার্নিং অফিসারের নিকট ডাকযোগে প্রেরণ করিবেন।

---

[১] দফা (১) গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (সংশোধন) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ১৩ নং আইন) (১৯ আগস্ট, ২০০৮ হইতে কার্যকর) এর ধারা ১২ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

[২] "এবং (গ)" শব্দ, বন্ধনী এবং অক্ষর গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ৫১ নং আইন) এর ধারা ৯ দ্বারা সন্নিবেশিত।

সংলগ্নী-৫

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, অক্টোবর ২৩, ২০০৮

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

নির্বাচন কমিশন সচিবালয়

শেরে বাংলা নগর, ঢাকা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ০৮ কার্তিক ১৪১৫ বঙ্গাব্দ/২৩ অক্টোবর ২০০৮ খ্রিস্টাব্দ

এস. আর. ও নং ২৮৬-আইন/২০০৮।—Representation of the People Order, 1972 এর Article 94 এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নির্বাচন কমিশন নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিল, যথা ঃ—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন।**—(১) এই বিধিমালা নির্বাচন পরিচালনা বিধিমালা, ২০০৮ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। **সংজ্ঞা।**—বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায়—

(ক) **"অনুচ্ছেদ"** অর্থ Representation of the People Order, 1972 এর কোন Article;

(খ) **"আদেশ"** অর্থ Representation of the People Order, 1972;

(গ) **"কমিশন"** অর্থ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১১৮ এর অধীন প্রতিষ্ঠিত নির্বাচন কমিশন;

(ঘ) **"দফা"** অর্থ Representation of the People Order, 1972 এর Article এর কোন clause;

মূল্য ঃ টাকা ২৬.০০

(৩) স্বতন্ত্র প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর অনুকূলে প্রতীক বরাদ্দের ক্ষেত্রে রিটার্নিং অফিসার, যতদূর সম্ভব, প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর পছন্দকে বিবেচনায় লইবেন ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, এইরূপ পছন্দ কোন নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলের জন্য সংরক্ষিত প্রতীক বহির্ভূত, অতঃপর উন্মুক্ত প্রতীক বলিয়া অভিহিত হইতে হইবে;

আরও শর্ত থাকে যে, দুই বা ততোধিক স্বতন্ত্র প্রার্থী উন্মুক্ত প্রতীকের মধ্য হইতে একই সময় নির্দিষ্ট কোন প্রতীক বরাদ্দের দাবী জানাইলে রিটার্নিং অফিসার উহা লটারীর মাধ্যমে নির্ধারণ করিবেন;

আরও শর্ত থাকে যে, একাধিক স্বতন্ত্র প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর মধ্যে কোন প্রার্থী ইতিপূর্বে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসাবে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হইয়া থাকিলে তিনি তাহার পছন্দের প্রতীক প্রাধিকার ভিত্তিতে বরাদ্দ পাইতে অধিকারী হইবেন, যদি না উহা কোন দলের জন্য সংরক্ষিত হয় বা ইতিমধ্যে অন্য কাহাকেও বরাদ্দ করা হয়।

(৪) উপ-বিধি (১) এ সুনির্দিষ্টভাবে উল্লিখিত প্রতীকসমূহ প্রয়োজন মিটাইবার জন্য পর্যাপ্ত না হইলে কমিশন, তৎবিবেচনায় অন্য কোন প্রতীক নির্ধারণ করিয়া উহা হইতে কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীকে বরাদ্দ করিতে পারিবেন।

১০। **ব্যালট পেপার ফরম**।—(১) প্রত্যেক ব্যালট পেপার "ফরম-৬" এ হইবে এবং প্রত্যেক পোস্টাল ব্যালট পেপার "ফরম-৭" এ হইবে।

(২) প্রত্যেক ব্যালট পেপারে উহা যে নির্বাচনী এলাকার সহিত সম্পর্কিত সেই নির্বাচনী এলাকার নম্বর ও নাম লিপিবদ্ধ থাকিবে।

(৩) বিধি ৭ এর অধীন প্রস্তুতকৃত তালিকায় প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণকে যেই ক্রমে দেখানো হইয়াছে সেই ক্রমেই ব্যালট পেপারে তাহাদের নাম সাজাইতে হইবে এবং সর্বশেষে প্রার্থীর নামের স্থানে "উপরের কাহাকেও নহে" কথাটি লিপিবদ্ধ করিয়া প্রতীকের নির্ধারিত স্থানে ক্রস (×) প্রতীক সন্নিবেশ করিতে হইবে।

(৪) ব্যালট পেপারের জন্য ব্যবহৃত কাগজের রং কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত হইবে।

১১। **পোস্টাল ব্যালট পেপার সরবরাহ**।—(১) রিটার্নিং অফিসার, যত শীঘ্র সম্ভব, অনুচ্ছেদ ২৭ এর অধীন পোস্টাল ব্যালটে ভোট দিতে অধিকারী এবং যিনি উক্ত অনুচ্ছেদের দফা (২) অনুযায়ী দরখাস্ত করিয়াছেন, এমন প্রত্যেক ভোটারের নিকট ডাকযোগে একটি পোস্টাল ব্যালট পেপার প্রেরণ করিবেন এবং একইসঙ্গে—

(ক) ব্যালট পেপারের মুড়িপত্রে যে ভোটারের নিকট উহা প্রেরণ করা হইয়াছে তাহার নাম, ভোটারের ক্রমিক নম্বর ও নির্বাচনী এলাকার নম্বর ও নাম লিপিবদ্ধ করিবেন; এবং

(খ) উক্ত ভোটার যাহাতে কোন ভোটকেন্দ্রে ভোট প্রদান করিতে না পারেন উহা নিশ্চিত করিবার জন্য ভোট কেন্দ্রে প্রেরিতব্য ভোটার তালিকায় উক্ত ভোটারের ক্রমিক নম্বরের বাম পার্শ্বে **"প"** চিহ্ন প্রদান করিবেন এবং উহার একটি বিবরণী প্রস্তুত করিয়া সংশ্লিষ্ট ভোট কেন্দ্রে প্রেরণ করিবেন।

(২) রিটার্নিং অফিসার ব্যালট পেপারের সঙ্গে নিম্নে উল্লিখিত খাম ও কাগজপত্রাদি ভোটারের নিকট প্রেরণ করিবেন, যথা ঃ—

(ক) "ফরম-৮" এ একটি ঘোষণাপত্র;

(খ) "ফরম-৯" এ একটি খাম;

(গ) "ফরম-১০" এ রিটার্নিং অফিসারকে সম্বোধনকৃত একটি বড় খাম; এবং

(ঘ) "ফরম-১১" এ ভোট প্রদানের নির্দেশাবলী।

(৩) প্রত্যেক কর্মকর্তা যাহার তত্ত্বাবধানে বা যাহার মাধ্যমে কোন পোস্টাল ব্যালট পেপার প্রেরিত হয়, তিনি বিলম্ব না করিয়া উহা সঠিক প্রাপকের নিকট বিলি করা নিশ্চিত করিবেন।

(৪) পোস্টাল ব্যালটে ভোট দেওয়ার অধিকারী সকল ভোটারের নিকট ব্যালট পেপার প্রেরিত হইবার পর রিটার্নিং অফিসার উক্তরূপ সকল ব্যালট পেপারের মুড়িপত্র একটি প্যাকেটে সীলমোহর করিয়া রাখিবেন এবং প্যাকেটের উপর উহার অভ্যন্তরস্থ কাগজপত্রাদির একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা, নির্বাচনী এলাকার নম্বর ও নাম এবং কোন্ তারিখে তিনি উহা সীলমোহর করিয়াছেন উহা লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিবেন।

১২। **পোস্টাল ব্যালট পেপারে ভোট প্রদান**।—(১) পোস্টাল ব্যালট পেপারে ভোট প্রদানের ক্ষেত্রে ভোটার যে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীকে ভোট দিতে ইচ্ছুক ব্যালট পেপারে তাহার নাম বা প্রতীকের জায়গায় কলম দ্বারা টিক (√) চিহ্ন দিবেন।

(২) ব্যালট পেপারে চিহ্ন প্রদান করিয়া উক্ত ভোটার তাহার নিকট, বিধি ১১ এর উপ-বিধি (২) এর দফা (ঘ) এর অধীন প্রেরিত "ফরম-১১" এ উল্লিখিত নির্দেশাবলী অনুসরণপূর্বক ব্যালট পেপারটি নির্ধারিত খাম (ফরম-৯) এর ভিতরে রাখিবেন।

(৩) ব্যক্তিগতভাবে ভোটারের পরিচিত এমন অন্য কোন ভোটারের সম্মুখে ভোটার "ফরম-৮" এর ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর করিবেন এবং তিনি তাহার স্বাক্ষর উক্তরূপ ভোটার দ্বারা প্রত্যয়িত করাইয়া লইবেন।

১৩। **নিরক্ষর বা অসমর্থ ভোটারকে সহায়তা প্রদান**।—(১) যদি কোন ভোটার নিরক্ষর হন বা শারীরিক প্রতিবন্ধিতার কারণে পোস্টাল ব্যালট পেপারে ভোট চিহ্ন প্রদান করিতে ও "ফরম-৮" এ ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর করিতে অসমর্থ হন, তাহা হইলে তিনি অন্য কোন ভোটার দ্বারা ব্যালট পেপারে তাহার ভোট চিহ্ন প্রদান করাইতে এবং তাহার ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর করাইতে পারিবেন।

(২) অতঃপর উক্ত ভোটার নিরক্ষর ভোটারের ইচ্ছানুযায়ী তাহার সম্মুখে এবং তাহার পক্ষে ব্যালট পেপারে চিহ্ন প্রদান ও ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর করিবেন এবং "ফরম-৮" এ উল্লিখিত যথাযথ জায়গায় প্রত্যয়ন করিবেন।

১৪। **পোস্টাল ব্যালট পেপার পুনঃসরবরাহকরণ**।—(১) বিধি ১১ এর অধীন প্রেরিত কোন পোস্টাল ব্যালট পেপার এবং এতদ্‌সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র কোন কারণে বিলি না হইয়া ফেরৎ আসিলে রিটার্নিং অফিসার পুনরায় উহা ডাকযোগে প্রেরণ করিতে পারিবেন অথবা ভোটারের অনুরোধক্রমে উহা তাহাকে ব্যক্তিগতভাবে সরবরাহ করিতে বা করিবার ব্যবস্থা করিতে পারিবেন।

(২) বিধি ১১ এর অধীন ভোটারের নিকট প্রেরিত ব্যালট পেপার বা এতদ্‌সংক্রান্ত কাগজপত্রাদি, যদি তাহার অসাবধানতাবশতঃ ব্যবহারের অযোগ্য হইয়া পড়ে এবং তিনি যদি উহা রিটার্নিং অফিসারের নিকট ফেরৎ দেন এবং ভোটারের এইরূপ অসাবধানতার বিষয়টি যদি রিটার্নিং অফিসারের নিকট গ্রহণযোগ্য হয়, তাহা হইলে ভোটারকে অন্য একটি ব্যালট পেপার ও এতদ্‌সংশ্লিষ্ট কাগজপত্রাদি সরবরাহ করা হইবে।

(৩) রিটার্নিং অফিসার অনুরূপভাবে ফেরতকৃত ব্যালট পেপার ও তৎসংক্রান্ত কাগজপত্র বাতিল করিয়া একটি আলাদা প্যাকেটে রাখিবেন এবং প্যাকেটের উপর অনুরূপ বাতিলকৃত সকল ব্যালট পেপারের ক্রমিক নম্বরও লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিবেন।

১৫। **পোস্টাল ব্যালট পেপার ফেরৎ প্রদান**।—(১) বিধি ১২ এর অধীন কোন ভোটার ব্যালট পেপারে চিহ্ন প্রদান ও ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর করিয়া বা বিধি ১৩ এর অধীন ব্যালট পেপারে চিহ্ন ও ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর প্রদান করাইয়া "ফরম-১১" এ উল্লিখিত নির্দেশাবলী অনুসারে ব্যালট পেপার এবং ঘোষণাপত্র রিটার্নিং অফিসারের নিকট ফেরৎ দিবেন।

(২) রিটার্নিং অফিসার অনুচ্ছেদ ৩৭ এর দফা (১) এ উল্লিখিত সময় শেষ হইবার পর যদি কোন ভোটারের নিকট হইতে পোস্টাল ব্যালট পেপার সম্বলিত খাম প্রাপ্ত হন, তাহা হইলে তিনি উহা প্রাপ্তির তারিখ ও সময় লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিবেন এবং অনুরূপ সকল খাম একত্র করিয়া একটি আলাদা খামের ভিতর রাখিয়া দিবেন।

(৩) পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে প্রেরিত ভোট গণনার ক্ষেত্রে নির্ধারিত সময় পর্যন্ত প্রাপ্ত ব্যালট পেপারসমূহ প্রাপ্তির তারিখ ও সময় এবং ভোটারের নামসহ এতদসংক্রান্ত বিবরণী "ফরম ১২" অনুযায়ী একটি রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করিবেন। রিটার্নিং অফিসার পোস্টাল ব্যালট পেপার গ্রহণের সময়সীমা অতিবাহিত হইবার পর প্রাপ্ত মোট পোস্টাল ব্যালট পেপারের সংখ্যা প্রকাশ করিবেন।

১৬। **ব্যালট বাক্সের হিসাব**।—অনুচ্ছেদ ২৮ এর দফা (৪) এর উপ-দফা (এ এ) এর অধীন পোলিং অফিসারগণের নিকট ব্যালট বাক্স সরবরাহের হিসাব এবং অনুচ্ছেদ ৩৬ এর দফা (১২) এর উপ-দফা (জিজি) এ উল্লিখিত সরবরাহকৃত বা ব্যবহৃত ব্যালট বাক্সের হিসাব "ফরম-১৩" এ লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।

১৭। **ব্যালট পেপার চিহ্নিতকরণ পদ্ধতি**।—(১) অনুচ্ছেদ ৩১ এর দফা (৫) এর উপ-দফা (বি) অনুসারে ভোটার যে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীকে ভোট দিতে ইচ্ছুক তাহার ব্যালট পেপারে উক্ত প্রার্থীর নাম বা প্রতীক সম্বলিত নির্দিষ্ট জায়গায় অথবা উপ-দফা (বি বি) অনুসারে কোন প্রতিদ্বন্দ্বীকে ভোট প্রদান করিতে ইচ্ছুক না হইলে "উপরের কাহাকেও নহে" এর বিপরীতে এর জন্য নির্ধারিত প্রতীকের জায়গায় প্রিজাইডিং অফিসার কর্তৃক এতদ্‌উদ্দেশ্যে সরবরাহকৃত নির্ধারিত মার্কিং সীল দ্বারা চিহ্ন দিতে হইবে এবং অন্য কোন চিহ্ন আইনসিদ্ধ হইবে না।